দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 2 2 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৮৮ ... কলাম ... ৫

যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

নিউজ ওয়ার্ল্ড, নিউইয়র্ক থেকে

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এবার মহাআড়ম্বরে পালিত হয়েছে মহান একুশে। এ উপলক্ষে বাংলা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘের সামনে মুক্তধারা ও স্বাধীনতা চেতনামঞ্চ আয়োজিত অস্থায়ী শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশের দূত ও প্রতিনিধিরা। পৃঃ ১৮ কঃ ৪

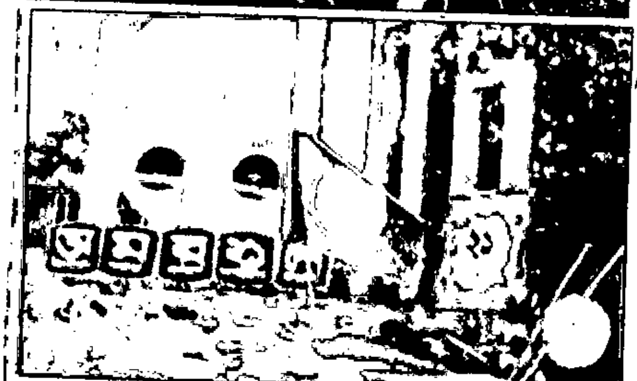

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ অফিসের সামনে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জমায়েত ও শ্রদ্ধা নিবেদন (উপরে)। ফ্রান্সে ফুলে ফুলে ছাওয়া আইফেল টাওয়ার চত্বরে স্থাপিত শহীদ মিনার (নিচে)।

যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ইসমত জাহান। নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের ইমিগ্রেশন বিষয়ক কর্মকর্তাসহ জাতিসংঘ ও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা বাংলা ভাষার আন্দোলনকে সারাবিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য একটি মাইলফলক বলে অভিহিত করেন।

এছাড়া নিউইয়র্ক সিটির সাউন্ডভিউ ব্রডকাস্টিং ও এনটিভি অফিস, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্কের উদ্যোগে ঢাকা ক্লাব, জ্যাকসন হাইটসে বিজনেস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটস, জালালাবাদ এসোসিয়েশন, বৃহত্তর নোয়াখালী কল্যাণ সমিতি ও সন্দীপ এডুকেশনাল সোসাইটির উদ্যোগে পৃথক পৃথকভাবে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে দেশী বিদেশী মানুষের ঢল নেমেছিল শ্রদ্ধা জানানোর জন্য।

ফ্রান্সে মহান একুশে পালিত

এদিকে শহীদ দিবস, মহান একুশে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্যারিসে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রবাসী সম্মিলিত সাংস্কৃতিক শিল্পীবৃন্দ অমর একুশের ওপর অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেন। আয়োজনে ছিলো সকালে প্রভাত ফেরি ও বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রভাত ফেরিটি প্যারিসের আইফেল টাওয়ার থেকে শুরু হয় শনিবার সকাল এগারোটায়। এ উপলক্ষে আইফেল টাওয়ার চত্বরে প্লাস দো লা টোকাডোরে একটি অস্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়। প্রবাসী সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের পাশাপাশি ছিলো একুশের ওপর আলোচনা।

দুবাইতে প্রবাসীরা ক্ষুব্ধ

আরব-আমিরাত থেকে ছালাহউদ্দিন জানান, মহান একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে বাংলাদেশের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হলেও সংযুক্ত আরব-আমিরাতে প্রবাসী বাংলাদেশীরা এ দিবসটি ভালভাবে উদযাপন করতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গত দু'বছর আগেও দুবাইস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট ভবনের সামনে শহীদ মিনার থাকলেও এরপর আর শহীদ মিনার না বানানোর কারণে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেননি। অনেকে মনে করেছিলেন দুটি বছর শহীদ মিনার অনুপস্থিত থাকলেও এ বছর হয়তো পুনঃনির্মাণ করবেন, এমন প্রত্যাশায় নিশ্চিত থেকে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য নিয়ে এসে তাদের ফিরে যেতে হয়েছে। আবার কোন কোন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে স্থানীয়ভাবে নিজেদের উদ্যোগে অস্থায়ীভাবে শহীদ মিনার বানিয়ে শহীদদের প্রতি পুষ্পমাল্য অর্পণসহ দোয়া-মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশীরা দুবাইস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে শহীদ মিনার পুনঃনির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবী জানান।